International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-II, March 2017, Page No. 33-38
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ

শম্পা দেব কানুনগো
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, এস সি দে কলেজ, কালিনগর, হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত

Abstract

Swami Vivekananda was a great Indian philosopher who wanted to build a society of equal order and spiritually rich. His view was that the people must be educated so that they can manifest themselves in right direction and work for the development of the country. True education is the only path of development of a country and the development will be possible only when all the classes of people be educated. According to Vivekananda, people are the main wealth of a 'Nation' or 'Country'. Women are the essential strength of it. They must be educated in a true way and right direction so as to develop the country. Women are not given right place in society at present in the patriarchal societies. They are subordinated in the society. But actually they are the main strength and source of inspiration in all time in all the society. They must be emancipated and educated so as to have a civilised society. Moral education according to Vivekananda is an essential part of human development. Spirituality with moral and physical education is the main aim of true education. Vivekananda desired a society in which there will be no class consciousness. All people will be of equal respect. There will be no exploitation of man by man. Truly speaking, there will be a classless, educated, morally and spiritually rich society where women will be given due respect and a high status.

মাত্র উনচল্লিশ বৎসরের জীবদ্দশায় বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য তাঁর তেজস্বী বাণী, তাঁর জীবন দর্শনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে মানুষ সঠিক পথের দিশা খুঁজে পেয়ে সুস্থ সুন্দর ভাবে বাঁচতে পারে।আজও এই হতাশাগ্রস্থ, ক্ষয়িষ্ণু,অপসংস্কৃতির পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জমান সমাজের পরিত্রাণের একমাত্র পথ স্বামীজির অমূল্য উপদেশাবলী, তাঁর জীবনাদর্শ। তিনি তাঁর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বসমাজকে পর্যবেক্ষণ করেই তাঁর অমূল্য জীবনাদর্শ, আধ্যাত্মিক চেতনা, অমোঘ বাণীকে আমাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য রেখে গেছেন। তাই আজ আমরা দেখি সাম্যবাদী দেশগুলিও জড় ও প্রগতির বেদিতে বসে সেই ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবনবোধের সাধনায় নিজেদের আত্মস্থ করতে উদগ্রীব। বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করেও আধুনিক সমাজ আজ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বিবেকানন্দ ভাবধারায় নতুন করে অবগাহন করতে চায়। স্বামীজি সবসময় মনে করেতেন, সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে আগে সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রত্যেক মানুষকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। যার দ্বারা মানুষের সৎবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, সঠিকভাবে বিকশিত হয়ে সৎভাবে চালিত হয়, তাই হল প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষায় দেশ ও দশের উন্নতি হয়,সে শিক্ষাই স্বামীজির কাম্য ছিল। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের দীন দুঃখীদের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তিনি চাইতেন সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষ নিজের ব্যক্তি

স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে মাথা উঁচু করে এই পৃথিবীতে বাঁচুক। আরোপিত শিক্ষাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, শিক্ষা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। আজকে আমরা যে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছি প্রকৃত শিক্ষাই পারে আমদের আত্মনির্ভরশীলতাকে, আমাদের আত্মবিশ্বাসকে পুনরায় জাগাতে।

স্বামীজি বলেছেন,'আগে মানুষ হও'।পৃথিবীর যেকোন জাতি বা দেশের বড় সম্পদ হলো তার জনগণ এবং অবশ্যই নারীজাতি। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই দুটোই উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। বিশেষ করে আজকের সমাজের নারী পদে পদে অপমানিতা এবং লাঞ্ছিতা। কিন্তু তিনি বলেছেন- নারী অনন্ত শক্তির আঁধার আর শক্তি ছাড়া জগতের মুক্তি নেই। এই সমাজরূপ পাখীর দুটি ডানার একটি হল নারী। সুতরাং ওই একটি ডানা যদি পঙ্গু হয়ে যায় তবে সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। ভালো জননী না হলে সমাজ বা রাষ্ট্র সুসন্তান পাবেনা। তাই নারীকেও নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে। তাই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে মেয়েদের সুশিক্ষা, ব্যক্তিত্ব গঠন ও সমাজকল্যানে তাদের ভূমিকাকে তিনি সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ সবরকম শিক্ষার উপরে স্থান দিয়েছেন চরিত্র গঠনের শিক্ষাকে। এ শিক্ষা যার হয়েছে তার বাকি সব শিক্ষা আপনা থেকেই হয়ে যাবে। কেননা শিক্ষাই তো সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে শুধুমাত্র শুভ সংস্কার শুচিতা থাকলেই হবেনা, তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আদর্শে গঠিত মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা। প্রকৃত মানুষ তৈরী করাই হলো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

চরিত্র গঠন শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের দেহ-মনকে সুস্থ সবল রাখার জন্য ব্যায়াম ও উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণেরও পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি মানুষের অন্তরতম দেবত্বের বিকাশ দেখতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দের কাম্য ছিল শ্রেণিহীন এক আদর্শ সমাজ যেখানে থাকবে স্বার্থহীন শ্রেণি সমন্বয়। ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং দারিদ্র্যই আমাদের সমাজকে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে দিচ্ছে। আজ সমাজ যে জাতিগত, ধর্মগত, শ্রেণিগত বৈষম্যের শিকার তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল, সমাজসংস্কারক স্বামীজির সমন্বয়ী ভাবধারাকে গ্রহণ অর্থাৎ সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন।

স্বামীজি ছিলেন ভালোবাসার জ্বলন্ত বিগ্রহ, যিনি মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। অথচ এই ভালোবাসার অভাবেই আজকের জনজীবন সঙ্কটাপন্ন। তিনি সত্যিকারের গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে যেমন বিশ্বজোড়া সমাজতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি ভবিষ্যত-দ্রষ্টা ঋষির মতই বর্তমান সমাজকে পর্যবেক্ষন করে গেছেন। স্বামীজিকে তাই আজকের এই অস্থির এবং হতাশাজর্জর সমাজব্যবস্থার মূলে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত জরুরী।

স্বামী বিবেকানন্দ নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৌম্যদর্শন, বিশ্ববন্দিত, অসম্ভব ব্যক্তিসত্বার অধিকারী এক তেজস্বী মহাপুরুষ। যিনি মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়কে এক নবীন জীবনবোধের দোলায় দোলায়িত করে চলে গেছেন জগতের পরপারে।

সেদিন যেমন বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য তাঁর তেজস্বী বাণী, তাঁর জীবনদর্শনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে মানুষ সঠিক পথের দিশা খুঁজে পেয়ে সুস্থ সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। ঠিক তেমনি আজকের হতাশাগ্রস্থ, ক্ষয়িষ্ণু অপসংস্কৃতির পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জমান মনুষ্য সমাজের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হতে পারে স্বামীজির আদর্শ, তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর বাণী এবং উপদেশ।

বিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম করে এসে একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজকের সমাজ নানা কারণে, নানা বিষয়ে, নানা প্রশ্নে, পারস্পরিক সংঘাতে জর্জরিত। বোধ বর্জিত অসুস্থতা, হৃদয়হীন বিজ্ঞানচেতনা, চৈতন্য বর্জিত জড় প্রগতি এবং প্রেমহীন মানব মন বর্তমান বিশ্বকে এক চরম ও ভয়াবহ সঙ্কটের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ আমরা কেউ জানিনা, কী করে এই সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে হয়? কে আমাদের কাছে এই সঙ্কটমুক্তির

বার্তা বহন করে আনবেন? আমরা বিশ্ববাসী আজ বিপন্ন ও ব্যকুল হয়ে সঠিক পথের সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছি। অথচ এই সঙ্কট মুক্তির পথ নিশ্চিত রয়েছে সেই সৌম্যদর্শন, তেজস্বী আধ্যাত্মিক, মনোবিজ্ঞানী স্বামীজির জীবন দর্শনের মধ্যে। তাঁকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বলে অভিহিত করছি এজন্য যে তার দৃষ্টি ছিল সুদূর প্রসারী। সেই দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বসমাজকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর অমূল্য জীবনাদর্শ, আধ্যাত্মিক চেতনা, অমোঘবাণীকে আমাদের সঠিক দিশা দেখানোর জন্য রেখে গেছেন। তাই আজ আমরা দেখি সাম্যবাদী দেশগুলিও জড় ও প্রগতির বেদিতে বসে সেই ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবনবোধের সাধনায় নিজেদের আত্মস্থ করতে উদগ্রীব। বিশ্বের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে মানুষ সমৃদ্ধি ও উন্নতির শিখরে আরোহণ করেও আধুনিক বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করেও আজ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বিবেকানন্দ ভাবধারায় নতূন করে অবগাহন করতে চায়। স্বামীজি ঠিকই বলেছিলেন, 'যখন আমি থাকব না তখনও আমি থাকব'। সেই আত্মচেতনার বোধমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে বিশ্বমানব আজ তাঁকে নিজেদের মধ্যে আবিষ্কার করতে উদগ্রীব। আর তাই স্বামীজীকে আজকের এই অস্থির এবং হতাশা জর্জর সমাজ ব্যবস্থার মূলে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত জরুরী।

সমাজ হল একটা দেশের তথা একটা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। কোনো একটা দেশের উন্নতি অবনতি মূলত তার সমাজের উপরই নির্ভরশীল এবং এই সমাজই মানুষকে সঠিক দিশা দেখিয়ে তাঁকে নবতর জীবনবোধে উন্নীত হতে সাহায্য করে। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তাঁর সমাজ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে এবং যিনি এই সমাজকে উন্নয়নের রাস্তা দেখান, তিনিই সমাজ শিক্ষক। দশের মিলিত চেষ্টায়ই একটি সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার গতি লাভ করে।

বিবেকানন্দ বলেছেন, 'অতীতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ'। সুতরাং অতীতকে মনে রেখে আমাদের এগিয়ে চলা উচিত। সমাজকে তার অতীত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই ভবিষ্যতকে নির্মাণ করতে হবে। আমাদের পুর্বপুরুষরা মহান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের তাঁদের চেয়েও অনেক বড়, অনেক মহৎ হতে হবে। তিনি বলেছেন, 'কোনও কিছু ধ্বংস করোনা'। কেননা ধ্বংসকারী সমাজসংস্কারকেরা কোনদিনই সমাজের উন্নতি করতে পারেনা। তাই কোন কিছু ধ্বংস না করে নষ্ট না করে নির্মাণ কর। তাঁর মতে সমাজের উন্নতি করতে গেলে আগে এই সমাজের মানুষের কিসে ভালো হয়, কি করলে তারা দুবেলা পেট ভরে খেয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে তার ব্যবস্থা করা উচিত। তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি সব সময় মনে করতেন সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে আগে সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। স্বামীজি বিশ্বের তাবৎ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'Be and made' অর্থাৎ নিজে হও, তারপরতো আরেকজনকে তৈরী করতে পারবে।

আজ আমাদের সমাজে দেখা যায় স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষায়তন সর্বত্রই অনাস্থাজনিত হতাশা, অবিশ্বাসের প্রাচীর। শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষিকার কোন আত্মিক নৈকট্য গড়ে উঠেনা। শিক্ষার্থীরা জানেও না, পড়াশুনা ছাড়াও শিক্ষক শিক্ষিকার নিকট থেকে তাদের অনেক কিছু নেবার আছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিদিন আমরা ছাত্র বিক্ষোভ, যুব বিক্ষোভের সম্মুখীন হই, আর মনে মনে ভাবি সমাজটা গোল্লায় গেল, কিন্তু কখনো মনের আয়নায় নিজেদের দোষী মুখগুলি অবলোকন করিনা, আর তাই বুঝতে পারিনা বা বুঝতে চাই না যে, বর্তমানের এই বিক্ষোভের জন্য আমরাই দায়ী। কেননা আমরা তো তাদের সামনে কোন ইতিবাচক আদর্শ তুলে ধরতে পারিনি। ভালোবাসা প্রেমের জায়গা দখল করে নিয়েছে অপ্রেম, অপ্রীতি আর অবিশ্বাস। আর সেজন্যই জীবন্ত প্রেম বিগ্রহ, বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দকে আজ আমাদের জীবনে ভীষণ প্রয়োজন।

স্বামীজি নিজে বলেছেন যে, 'আমি ঈশ্বর পেয়েছি কি না জানিনা, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে, আমার হৃদয়টা অনেক বড় হয়ে গেছে। আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। এই যে মানুষকে ভালোবাসা এটাই তো পারে দুনিয়াটাকে বদলে দিতে। আমরা যদি একজন আরেকজনকে ভালোবাসতে না পারি, বিশ্বাস করতে না পারি,

প্রেমের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধতে না পারি তাহলে যে কোন শিক্ষা, যে কোন নীতিবাক্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য'। বিবেকানন্দ ছিলেন সেই ভালোবাসার জ্বলন্ত বিগ্রহ, যিনি মানুষকে ভালোবেসে অকাতরে মানুষের জন্য নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। আজকের এই হতাশাজর্জর যুগে যদি আমরা স্বামীজিকে স্মরণ মনন করে চলতে পারি তাহলে আমরাও দেখবো কত অনায়াসে মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য জীবনপাত করা যায়। এই ভালোবাসার অভাবেই আজকের জনজীবন সঙ্কটাপন্ন। সত্যিকারের গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেমন বিশ্বজোড়া সমাজতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি ভবিষ্যৎন দ্রষ্টা ঋষির মতই বর্তমান সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। সমাজ অর্থনীতিকে তিনি মানব মুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন।

বিবেকানন্দ এই জগতের তাবৎ শিক্ষার উপরে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন চরিত্র গঠনের শিক্ষাকে। এই শিক্ষা যার হয়েছে তার বাকি সব শিক্ষা আপনা থেকেই হয়ে যায়। কেননা সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিই তো যথার্থ সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। চরিত্র সঠিকভাবে গঠিত হলে মনের জোর বেড়ে যায়, মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। সে শত বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে নিজের পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। যার দ্বারা মানুষের সৎবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি সঠিক ভাবে বিকশিত হয়ে সৎভাবে চালিত হয়, তাই হলো প্রকৃত শিক্ষা। স্বামীজি মনে করেতেন, মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি এবং অপার ক্ষমতা রয়েছে। তাই তিনি প্রতিটি মানুষের সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগানোর কথা বলেছেন। যে শিক্ষায় দেশ ও দশের উন্নতি হয়, সে শিক্ষাই তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর মতে, 'যে শিক্ষা নিরন্নের অন্ন জোটাতে পারেনা, সে শিক্ষা -শিক্ষা নয়'। তিনি মনে করতেন শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের দীন দুঃখীদের অগ্রধিকার দেওয়া উচিত। তিনি বলে গেছেন, 'All beings great or small are equally manifestations of God' সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষ নিজের ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে সম্মানের সঙ্গে এই পৃথিবীতে বাঁচুক, নিজের বিচার বুদ্ধিতে চলুক, নিজের বিবেককে জাগিয়ে তুলুক, বীর সন্ন্যাসীর স্বপ্ন ছিল এটা।

আরোপিত শিক্ষাকে স্বামীজি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর মতে, 'মনের একাগ্রতা সাধনই শিক্ষার সারকথা, তথ্য সংগ্রহ নয়'। যে শিক্ষা মানুষকে ভালোমন্দ বিচার করা শেখায় না, সদ অসদ বস্তু নির্ণয়ে সাহায্য করেনা, সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আজকে আমরা এবং আমাদের উত্তরসূরীরা বিপথে চালিত। তাইতো আজ আমাদের সমাজ রাষ্ট্র তথা বৃহত্তর অর্থে সমগ্র বিশ্ব বিচ্ছিন্নতাবাদ, হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে দিন দিন নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর যেকোন দেশ ও জাতির বড় সম্পদ হলো তার জনগণ এবং অবশ্যই নারীজাতি। কিন্তু বর্তমান সমাজে এ দুটি জিনিসই উপেক্ষিত, অবহেলিত। আমাদের সমাজের অধঃপতনের এটি একটি বড় কারণ। বিশেষ করে আজকের সমাজে নারীর অপমান লাঞ্ছনার উদাহরণের শেষ নেই। স্বামীজি বলেছেন, 'নারী অনন্ত শক্তির আধার, শক্তি ছাড়া জগতের মুক্তি নেই'। পুরুষ এবং নারীকে তিনি সমাজরূপ পাখির দুটি ডানার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, এক ডানায় যেমন পাখি আকাশে উড়তে পারেনা, তেমনি সমাজরূপ পাখির একটি ডানা নারী শক্তি যদি পঙ্গু হয়ে যায় তবে সেই সমাজের বিনাশ অনিবার্য। তবে নারীদেরও নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে। কেননা ভালো জননী না হলে এই সমাজ তথা রাষ্ট্র সুসন্তান পাবেনা। তাই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে মেয়েদের সুশিক্ষা, ব্যক্তিত্বগঠন ও সমাজ কল্যাণে তাঁদের ভূমিকাকে স্বামীজি সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

বিবেকানন্দের মতে কোনো সমাজ তথা দেশের দশের উন্নতি করতে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। 'আত্মানো মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ' এটাই স্বামীজির কথা। শুধুমাত্র শুভ সংস্কার শুচিতা থাকলেই হবেনা, তার সঙ্গে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক আদর্শে গঠিত মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা।

প্রকৃত মানুষ গঠন করাই হলো সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেই শিক্ষা কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে শিক্ষা সর্বকালের, সকলের। দেড়শো বৎসর আগে শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজির এই চিন্তাধারা যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, আজও ঠিক তেমনি তার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এবং আগামীতেও থাকবে।

প্রকৃত শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বারবার বলেছেন যে যিনি শিক্ষার্থীর সঙ্গে অভিন্ন হৃদয় হতে পারবেন, নিজের আত্মাকে শিক্ষার্থীর আত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবেন, যিনি শিক্ষার্থীর মন দিয়ে সবকিছু দেখেন ও তার বিচার করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক।

বিবেকানন্দ ছিলেন মনে প্রাণে সমাজতন্ত্রী। তাঁর কাম্য ছিল শ্রেণিহীন এক আদর্শ সমাজ, যেখানে থাকবে স্বার্থহীন শ্রেণি সমন্বয়। তিনি ভারতীয় সমাজের প্রধান সমস্যারূপে জাতিভেদ প্রথা এবং দারিদ্রকে নির্দেশ করেছেন। এই দুটোই আমাদের সমাজকে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের সমাজ সংস্কারের পথে প্রধান দুটি বাধা হচ্ছে ধর্মের গোড়ামির প্রতি গভীর আসক্তি আর পাশ্চাত্যের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ।

আজকের সমাজ যে জাতিগত, ধর্মগত, শ্রেণিগত বৈষম্যের শিকার, তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো সমাজ সংস্কারক স্বামীজির সমন্বয়ী ভাবধারাকে গ্রহণ। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন- তাঁর এই বাণীকে সম্বল করে তাঁর মানবিকতাবোধের শিক্ষাকে মনে প্রাণে অবলম্বন করে চলতে পারলে আজকের সমাজের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। স্বামীজির নিরূপিত প্রকৃত শিক্ষাই পারে আমাদের আত্মনির্ভরশীলতাকে, আমাদের আত্মবিশ্বাসকে পুনরায় জাগাতে। কেননা যখনই কোন ব্যক্তি বা সমাজ আত্মবিশ্বাস হারায় তখনই তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আজকের সমাজে মূল্যবোধের সঙ্কট, জীবনযাত্রার আদর্শহীনতা, মানবীয় সম্পর্কের টানাপোড়নে প্রবল আকার ধারণ করেছে। সৎ চরিত্রবান হওয়া, নৈতিকতার শিক্ষা লাভ করা, মানবিকবোধের বিকাশ ঘটানো, এগুলো আজ কথার কথায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই স্বামীজির বাণীকে আমাদের আবার স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, 'আগে মানুষ হও'।

ছাত্র ছাত্রীদের চরিত্র গঠন শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি বিবেকানন্দ তাদের দেহমনকে সুস্থ সবল রাখার জন্য ব্যায়াম ও উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি মানুষের অন্তরতম দেবত্বের বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের নিজস্ব একটা আদর্শ থাকুক।

স্বামীজির প্রত্যেকটি বাণীকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে তাঁর আদর্শ জীবন ও বাণী আমরা যত বেশি আলোচনা করবো এবং নিজেদের জীবনে তার সাকার রূপ দিতে চেষ্টা করবো সমাজে তত বেশি শুভভাবনা বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেকটি মানুষের মন তাহলে সৎচিন্তায় সেবা ভাবে ভরে উঠবে। সমাজে নেমে আসবে অপার শান্তি। কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে এগিয়ে চলবে আমাদের এই বিশ্ব।

স্বামীজি যে কোন কর্মকে সমান গুরুত্ব সহকারে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজের মধ্যে কোনো ছোট বড় নেই, সব কাজই ঈশ্বরের কাজ বলে ধরে নিয়ে মনযোগ সহকারে কাজটি সুসম্পন্ন করার কথা বলেছেন।
স্বামীজি তাঁর জীবন ও কর্ম দিয়ে বর্তমান সমাজের কাছে যে আদর্শ রেখে গেছেন তার পর্যালোচনা করা সাধারণ মানুষের কাছে 'tip at the iceberg' ছোঁয়ার মত। রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলতে পারি, 'মধুর তোমার শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে!'

সহায়ক গ্রন্থ :

১) আমি স্বামীজি বলছি- শ্রী রাজর্ষি উপদেষ্টাঃ প্রণবেশ চক্রবর্তী নব গ্রন্থালয় (পৃঃ ১,৪,৫,১০ ৫৭/এ, কলেজ স্ট্রীট (কলেজ রোড) কলকাতা-৭০০০৭৩, সম্পাদনা- সত্যদাস মঙ্গলস, প্রথম প্রকাশঃ শুভ মহালয়া -১৩৯২
২) জীবন ও বাণীঃ স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকঃ বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারী, কলকাতা কার্যালয় ৭৬/২, বিধান সরণি, ফ্ল্যাট নং-এক্স-৩, কলকাতা-৭০০০০৬ (পৃঃ ৩৬), (পৃঃ ৩৫)
৩) নবকল্লোল-পৌষ-১৪১৮ (লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ- স্বামী আত্মবোধানন্দ), সম্পাদকঃ প্রবীর কুমার মজুমদার দেব সাহিত্য কুটীর, ২২/৪ সি, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা -৯ (পৃঃ ৩০) (পৃঃ ৩১) (পৃঃ ৩২)
৪) নিবোধত- শ্রী সারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬, ২৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-২০১২) (পৃঃ ২৪৩)
৫) বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ- নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
৬) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য -স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, পঞ্চবিংশ সংস্করণ